AS-SUNNAI
Health Care

সদকায় চিকিৎসা

সদকার মাধ্যমে চিকিৎসার ঘটনাবলি

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাব্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৪

পর্ব ১: সদকার মাধ্যমে চিকিৎসার বিস্ময়কর ঘটনাবলি

১ ইহদা, মুকাদ্দিমা ও সদকা দিয়ে রোগীর চিকিৎসার পদ্ধতি ৬

২ সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা — অবশিষ্ট নির্দেশনা ও আরোগ্যের বাস্তব ঘটনাবলি ১৯

৩ বিস্ময়কর ঘটনাবলি — দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ ২৯

৪ প্রধান সূত্র ও তথ্যপঞ্জি ৩৬

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ৩৮

..... ৩৯

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৪০

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

> বিকাশ / নগদ: +8801313-882464
> ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট: 2050 115 67 00438103
> নাম: Md. Mosharrof Hossain
> শাখা: পাবনা (Pabna) · কোড: 115 · রাউটিং: 125761787

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এটি একদল তালিবুল ইলমের সংকলিত আরবি গ্রন্থ **«قصص واقعية – من عجائب العلاج بالصدقة»**-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

অনুবাদ করা হয়েছে মূল গ্রন্থের ডিজিটাল (.doc) টেক্সট থেকে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

সদকার মাধ্যমে চিকিৎসার বিস্ময়কর ঘটনাবলি

১ ইহদা, মুকাদ্দিমা ও সদকা দিয়ে রোগীর চিকিৎসার পদ্ধতি

২ সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা — অবশিষ্ট নির্দেশনা ও আরোগ্যের বাস্তব ঘটনাবলি

৩ বিস্ময়কর ঘটনাবলি — দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ

৪ প্রধান সূত্র ও তথ্যপঞ্জি

পর্ব ১ · অধ্যায় ১

ইহদা, মুকাদ্দিমা ও সদকা দিয়ে রোগীর চিকিৎসার পদ্ধতি

এই বইয়ে যা আছে

মূল গ্রন্থের নিজস্ব বিষয়সূচি অনুযায়ী বইটিতে ক্রমান্বয়ে রয়েছে — ইহদা, দুআ ও প্রার্থনা; মুকাদ্দিমা, যেখানে মুসলিমের ওপর আপতিত বালা-মুসিবতের কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে; "আপনি কীভাবে সদকা দিয়ে আপনার রোগীর চিকিৎসা করবেন?!"; "রোগী কি রুকইয়াহ ও অন্যান্য শরঈ উপায়-উপকরণ বাদ দিয়ে কেবল সদকা দিয়ে চিকিৎসাতেই ক্ষান্ত হবে?!"; "আপনার হাতে যে সম্পদ তা আল্লাহ তাআলারই, আর আল্লাহ তা দিয়ে আপনাকে পরীক্ষা করছেন"; এরপর সদকাকে রোগীর আরোগ্যে গভীর-প্রভাবশালী করার জন্য অনুসরণীয় নয়টি ধাপ; তারপর অতীত ও বর্তমানের বিস্ময়কর ঘটনাবলি — প্রথম ঘটনা থেকে অষ্টাদশ ঘটনা পর্যন্ত, যেগুলো রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে সদকার প্রভাব স্পষ্ট করে; সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও তথ্যপঞ্জি এবং পত্রালাপের ই-মেইল ঠিকানা — কেউ যদি কোনো নিশ্চিত ঘটনা জানেন, তবে যেন তা সংকলকদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

মূল প্রচ্ছদে বইটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে:

مِن عجائبِ العلاجِ بالصَّدَقة

সদকার মাধ্যমে চিকিৎসার বিস্ময়কর ঘটনাবলি

أكثر من 15 قصة عجيبة من القديم والحديث في الاستشفاء بالصدقة من الأمراض الجسَدية والنفُسية

শারীরিক ও মানসিক রোগ থেকে সদকার মাধ্যমে আরোগ্য লাভের ব্যাপারে প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কালের পনেরোটিরও বেশি বিস্ময়কর ঘটনা।

قصص عجيبة من الماضي والحاضر في بيان أثر الصدقة في شفاء الأمراض والأسقام

রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে সদকার প্রভাব বর্ণনায় অতীত ও বর্তমানের বিস্ময়কর ঘটনাবলি।

أخي المسلم الكريم : ساهم في نشر هذا الكتاب بين مرضى إخوانك المسلمين قياماً بواجب حقهم عليك ولعل الله أن يدفع عنك البلاء بذلك .

আমার সম্মানিত মুসলিম ভাই: আপনার অসুস্থ মুসলিম ভাইদের মাঝে এই বইটি ছড়িয়ে দিতে অংশ নিন — আপনার ওপর তাঁদের যে হক রয়েছে তা আদায়ের উদ্দেশ্যে; হতে পারে এর দ্বারা আল্লাহ আপনার থেকেও বালা দূর করে দেবেন।

ইহদা .. দুআ .. ও প্রার্থনা

বইয়ের কেন্দ্রীয় দুটি হাদীস:

عن أَبِي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ :

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقة

আবু উমামা বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: «তোমাদের রোগীদের সদকা দিয়ে চিকিৎসা করো।» — আলবানী একে হাসান বলেছেন (সহীহুল জামি, নং ৩৩৫৮)।

وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: «মানুষের পরীক্ষা হয় তার পরিবার, সম্পদ, নিজের সত্তা, সন্তান ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে; সিয়াম, সালাত, সদকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তার কাফফারা হয়ে যায়।» — বুখারী (১৪৩৫) ও মুসলিম (১৪৪)।

বইয়ের কেন্দ্রীয় দুটি হাদীস

আবু উমামা বাহিলীর বর্ণনা	হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের বর্ণনা
রোগীদের সদকা দিয়ে চিকিৎসা করো	পরিবার, সম্পদ, সত্তা, সন্তান ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুষের পরীক্ষা
আলবানী একে হাসান বলেছেন (সহীহুল জামি, ৩৩৫৮)	বুখারী (১৪৩৫) ও মুসলিম (১৪৪)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাআলা «আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব» (পৃ. ৪৯–৫০)-এ বলেছেন:

فإنَّ للصَّدَقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ، ولو كانت مِن فاجر أو مِن ظالِم ، بل من كافر ! ، فإنَّ الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء ؛ وهذا أمرٌ معلوم عنْدَ الناس خاصتهم وعامتهم ، وأهل الأرض كلهم مُقرُّون به لأنهم جرَّبوه انتهى .

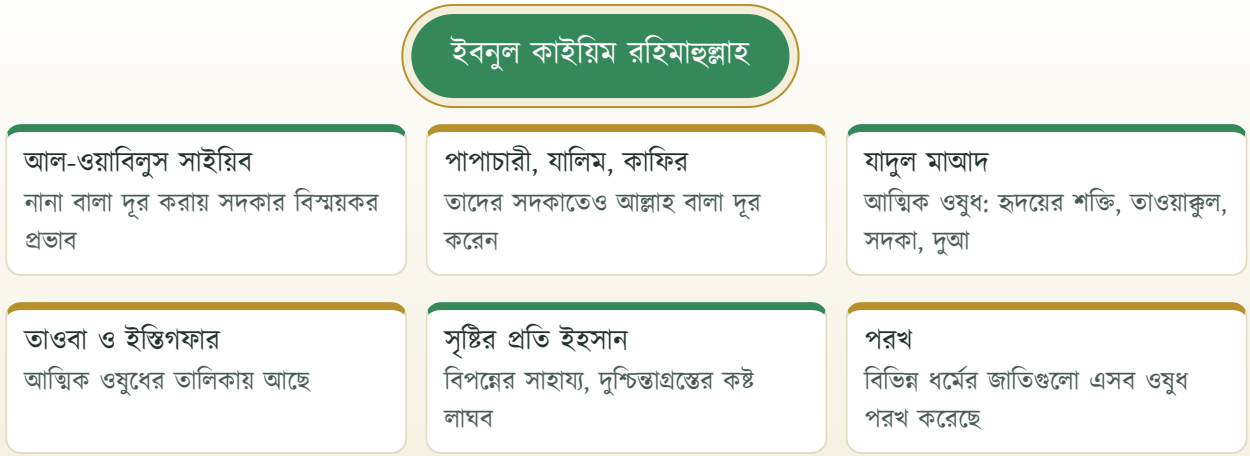
«নিশ্চয়ই নানা রকম বালা-বিপদ দূর করার ব্যাপারে সদকার এক বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে — এমনকি সদকা যদি কোনো পাপাচারী বা যালিমের পক্ষ থেকেও হয়, বরং কোনো কাফিরের পক্ষ থেকেও হয়! কারণ আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা তার থেকে নানা রকম বালা দূর করে দেন। এ বিষয়টি মানুষের কাছে সুবিদিত — বিশেষ ও সাধারণ সবার কাছেই; পৃথিবীর সব মানুষই এ কথা স্বীকার করে, কারণ তারা এটি পরখ করে দেখেছে।» (উদ্ধৃতি শেষ)

তিনি রহিমাহুল্লাহ তাআলা «যাদুল মাআদ» (৪/১০–১১)-এ আরও বলেছেন:

ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدِ إليها عقولُ أكابر الأطباء ، ولم تصِلْ إليها علومُهُم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه ، والالتجاء إليه ، والانطراح والانكسار بين يديه ، والتذلُّل له ، والصدقة ، والدعاء ، والتوبة والاستغفار ، والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب ؛ فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه ؛ وقد جَرَّبنا نحنُ وغيرنا من هذا أموراً كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية ! انتهى .

«এখানে এমন কিছু ওষুধ রয়েছে যা রোগ থেকে আরোগ্য দান করে, অথচ বড় বড় চিকিৎসকের বুদ্ধিও সেগুলোর সন্ধান পায়নি, তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুমান সেগুলো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি — সেগুলো হলো হৃদয়গত ও আত্মিক ওষুধ: হৃদয়ের শক্তি, আল্লাহর ওপর তার নির্ভরতা ও তাওয়াক্কুল, তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ, তাঁর সামনে নিজেকে বিছিয়ে দেওয়া ও ভেঙে পড়া, তাঁর কাছে বিনীত হওয়া, সদকা, দুআ, তাওবা ও ইস্তিগফার, সৃষ্টির প্রতি ইহসান, বিপন্নের সাহায্য এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তের কষ্ট লাঘব করা। এই ওষুধগুলো বিভিন্ন ধর্ম ও মিল্লাতের জাতিগুলো পরখ করে দেখেছে, আর আরোগ্যের ক্ষেত্রে সেগুলোর এমন প্রভাব তারা পেয়েছে যেখানে সবচেয়ে বড় চিকিৎসকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কিংবা অনুমান পৌঁছাতে পারে না। আমরা নিজেরাও এবং আমাদের ছাড়া অন্যরাও এ ধরনের বহু বিষয় পরখ করে দেখেছি এবং দেখেছি যে সেগুলো এমন কাজ করে, যা বস্তুগত ওষুধ করতে পারে না!» (উদ্ধৃতি শেষ)

ইবনুল কাইয়িমের উদ্ধৃত বক্তব্য



ইবনুল কাইয়িমের যে দুটি বক্তব্য বইয়ে উদ্ধৃত হয়েছে, তারই সারসংক্ষেপ

এই বইয়ের মূল প্রশ্ন:

كيف تعالج مريضك بالصدقة ؟! ، وهل تريد أن يكون علاجك له

بالصدقة علاجاً سريع الأثر عظيم النفع ؟!

> আপনি কীভাবে সদকা দিয়ে আপনার রোগীর চিকিৎসা করবেন?! আর আপনি কি চান, সদকার মাধ্যমে আপনার এই চিকিৎসা হোক দ্রুত-প্রভাবশালী ও মহা-উপকারী?!

উৎসর্গ:

প্রত্যেক সেই মুসলিমের উদ্দেশে, যিনি নিজে অথবা যাঁর পরিবার বা ভাইয়েরা ক্যান্সার কিংবা পক্ষাঘাতের মতো শারীরিক রোগে আক্রান্ত.. অথবা এ ছাড়া অন্য যেকোনো শারীরিক রোগে — ছোট হোক বা বড়..

প্রত্যেক সেই মুসলিমের উদ্দেশে, যিনি নিজে অথবা যাঁর পরিবার বা ভাইয়েরা বিষণ্ণতা, উদ্বেগ কিংবা ওয়াসওয়াসার মতো মানসিক রোগে আক্রান্ত.. অথবা এ ছাড়া অন্য যেকোনো মানসিক রোগে — ছোট হোক বা বড়..

আমরা তাঁকে বলি: «ধৈর্য ধরুন এবং সওয়াবের আশা রাখুন» — কারণ এই দুনিয়া তো বালা ও পরীক্ষার ঘর; আর যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়, তা তার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসারই আলামত, কেননা আল্লাহ কেবল তাকেই পরীক্ষায় ফেলেন যাকে তিনি ভালোবাসেন; আর তিনি যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন — কারণ তিনি সুবহানাহু ওয়া বিহামদিহি তাঁর মুমিন বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন কেবল এ জন্য যে, তিনি তার পাপগুলো মিটিয়ে দেবেন এবং তার মর্যাদা উঁচু করে দেবেন..

আর আল্লাহ যা ভালোবাসেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন এমন নেক আমলের মাধ্যমে রোগ-ব্যাধির বালা দূর করার কাজে আমাদের একটি অংশগ্রহণ হিসেবে — আমাদের এই সব ভাইয়ের উদ্দেশেই আমরা এই কাজটি উৎসর্গ করছি..

তাঁদের কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন অগোচরে খালিস অন্তরে দুআ করেন — এটি প্রস্তুত করায় যাঁরা অংশ নিয়েছেন, যাঁরা এটি সংকলন, বিন্যাস ও প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সবার জন্য.. আর আল্লাহ যেন তাঁদেরকে সব বালা থেকে নিরাপদ রাখেন, তাঁদেরকে কোনো অপ্রিয় দৃশ্য না দেখান, এবং তাঁদের থেকে তা কবুল করেন — নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ..

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন একে খালিস ও কবুলযোগ্য আমল বানান.. এর দ্বারা যেন আমাদের মুসলিম ভাইদের উপকৃত করেন.. এর দ্বারা যেন আমাদের ওপর জাহান্নামকে হারাম করে দেন এবং নেককারদের সঙ্গে আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান..

প্রস্তুতকরণ ও সংকলনে / একদল তালিবুল ইলম

আল্লাহ তাঁদেরকে তাওফিক দিন, হিফাযত করুন, ক্ষমা করুন, এবং তাঁদেরকে, তাঁদের পিতা-মাতাকে, তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে ও সমস্ত মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদ রাখুন।

মুকাদ্দিমা – মুসলিমের ওপর যে বালা আসে তার কিছু কারণ

সুখে ও দুঃখে — সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, যিনি রোগ ও বিপদের কষ্ট ভোগ করেছেন, এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর, যাঁরা ছিলেন ধৈর্য ও সন্তুষ্টির অধিকারী.. অতঃপর:

এই যুগে রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে এবং নানা রকম হয়ে গেছে; বরং ক্যান্সার ও এ জাতীয় কিছু রোগ চিকিৎসকদের কাছেও দুরারোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে — যদিও চিকিৎসা রয়েছেই, কেননা আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ওষুধ তিনি সৃষ্টি করেননি; তবে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর ইচ্ছাকৃত এক হিকমতের কারণে সেই ওষুধ অজানা রয়ে গেছে। আর এসব রোগের সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি সম্ভবত পাপাচার এবং প্রকাশ্যে পাপ করা; এ কারণেই বান্দাদের ওপর রোগ ও মুসিবত নেমে আসে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾

> «তোমাদের ওপর যে মুসিবতই আপতিত হয়, তা তোমাদের নিজেদের হাতের কামাইয়ের কারণেই; আর তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন।» (সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩০)

আর এসব রোগের আরেকটি কারণ হলো — মুসিবত ও ঘোলাটে অবস্থায় ভরা, রোগ ও বিপদে উপচে পড়া এই দুনিয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করা। যেমন আবুল হাসান আত-তিহামী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

طُبعت على كَدَرٍ وأنتَ تريدها صَفْواً منَ الأقذاءِ والأكدارِ !

> «এই দুনিয়ার গড়নই হয়েছে ঘোলাটে করে, আর তুমি চাও সে হোক ময়লা ও ঘোলা থেকে মুক্ত, স্বচ্ছ!»

রোগ-ব্যাধির কারণ: মুকাদ্দিমার ভাষ্য

কারণ	প্রসঙ্গ
পাপাচার ও প্রকাশ্যে পাপ	সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি সম্ভবত; মুসিবত নিজ হাতের কামাইয়ে
আল্লাহর পরীক্ষা	রোগ ও বিপদে উপচে পড়া দুনিয়ায় বান্দাদের পরীক্ষা

আর যখন আমি দেখলাম, রোগীরা যন্ত্রণার সঙ্গে লড়ছেন, প্রয়োজনগ্রস্তরা দীর্ঘশ্বাসের কষ্ট সইছেন, সব দরজায় কড়া নাড়ছেন ও সব উপায়-উপকরণ অবলম্বন করছেন, অথচ সমস্ত প্রভুর প্রভু ও পরাক্রমশালী বিজয়ী সত্তার দরজা থেকে — যিনিই আসল কারণ — পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তখনই এই কথাগুলো লেখা হলো.. আমি সেগুলো উৎসর্গ করছি প্রত্যেক রোগীর উদ্দেশে, যাতে এর দ্বারা তাঁর দুশ্চিন্তা দূর করতে পারি, তাঁর দুঃখ মুছে দিতে পারি এবং তাঁর রোগের চিকিৎসা করতে পারি..

হে ক্লান্ত-অবসন্ন রোগী.. হে ভগ্নহৃদয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত.. হে অসহায় পরীক্ষিত ব্যক্তি.. আপনার প্রতি সালাম — ততটুকু পরিমাণ, যতটুকু আপনি হা-হুতাশের আগুনে পুড়েছেন.. আপনার প্রতি সালাম — যত অশ্রু আপনি ঝরিয়েছেন তার সংখ্যা পরিমাণ, আপনার প্রতি সালাম — যত আর্তনাদ আপনার মুখ থেকে বেরিয়েছে তার সংখ্যা পরিমাণ।

আপনার রোগ আপনাকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, সুস্থতার বদলে আপনাকে কষ্টের পোশাক পরানো হয়েছে; মানুষ হাসে আর আপনি কাঁদেন, আপনার যন্ত্রণা থামে না, ঘুমেও আপনি স্বস্তি পান না; আর আপনি কতই না কামনা করেন আরোগ্য — যদি তার বিনিময়ে আপনার সর্বস্বও দিয়ে দিতে হয়!

শারীরিক বা মানসিক রোগে আক্রান্ত আমার ভাই:

আমি আপনার ক্ষত নতুন করে খুঁচিয়ে তুলতে চাই না; বরং আমি আপনাকে একটি সফল ওষুধ দেব এবং আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে বছরের পর বছরের ভোগান্তি থেকে আপনাকে স্বস্তি দেব। সেই ওষুধ রয়েছে তাঁর ﷺ এই বাণীতে:

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

«তোমাদের রোগীদের সদকা দিয়ে চিকিৎসা করো।» — আলবানী একে হাসান বলেছেন।

আর মুসলিম নিজে যেসব রোগে আক্রান্ত হয়, কিংবা তার অধীনে থাকা কেউ যেসব রোগে আক্রান্ত হয়, সেগুলো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পরীক্ষাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

> «মানুষের পরীক্ষা হয় তার পরিবার, সম্পদ, নিজের সত্তা, সন্তান ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে; সিয়াম, সালাত, সদকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তার কাফফারা হয়ে যায়।» — মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন)।

হ্যাঁ, আমার ভাই.. এটি হলো আরোগ্যের নিয়তে করা সদকা। হয়তো আপনি অনেক সদকা করেছেন, কিন্তু এই নিয়তে করেননি যে আল্লাহ আপনাকে আপনার রোগ থেকে সুস্থ করে দেবেন, কিংবা আপনার রোগীকে সুস্থ করে দেবেন। তাই এখনই তা করুন, এবং নিশ্চিত থাকুন যে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দেবেন.. আপনি আপনার দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখবেন যা আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্টেরও বেশি.. কোনো দরিদ্রকে পেট ভরে খাওয়ান, অথবা কোনো এতিমের দায়িত্ব নিন, অথবা কোনো কল্যাণমূলক ওয়াকফে কিংবা সদকায়ে জারিয়াতে দান করুন।

আপনি কীভাবে সদকা দিয়ে আপনার রোগীর চিকিৎসা করবেন?!

নিশ্চয়ই সদকা — আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে — মুসিবত ও বালা-জাতীয় রোগ ও উপসর্গ তুলে নেয়। আল্লাহওয়ালাদের মধ্যে যাঁদের তাওফিক দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এটি পরখ করে দেখেছেন এবং আত্মিক চিকিৎসাকে বস্তুগত চিকিৎসার চেয়ে বেশি উপকারী পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্মিক ও ইলাহি দুআগুলোর মাধ্যমে চিকিৎসা করতেন, আর সালাফে সালিহীন নিজেদের রোগ ও বিপদের মাত্রা অনুযায়ী সদকা করতেন — এরপর সামান্য সময়ও যেত না, আরোগ্যদাতা, সুস্থতাদানকারী, দয়ালু, করুণাময় সত্তা জাল্লা জালালুহু তাঁদেরকে সুস্থ করে দিতেন। কাজেই আপনি যদি সম্পদশালী ও সচ্ছল হন, তবে নিজের ব্যাপারে কার্পণ্য করবেন না; আর আপনি যদি দরিদ্রও হন, তবু নিজের কিংবা আপনার রোগীর আরোগ্যের নিয়তে সদকা করুন — এক রিয়াল দিয়ে হলেও; তবে শর্ত হলো, আপনার প্রভুর ওপর আপনার আস্থা হতে হবে বিরাট, যাতে আরোগ্য হয় আরও পরিপূর্ণ ও আরও সম্পূর্ণ।

আর এই তো আমি সদকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব সংক্ষেপে উল্লেখ করছি; সেগুলোর দিকে কান পাতুন এবং আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে ও কেবল তাঁরই সাহায্য চেয়ে সেগুলো গ্রহণ করুন — আপনি আপনার দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে সব কল্যাণই দেখতে পাবেন..

রোগী কি রুকইয়াহ ও অন্যান্য শরঈ উপায়-উপকরণ বাদ দিয়ে কেবল সদকা দিয়ে চিকিৎসাতেই ক্ষান্ত হবে?!

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন যে, তিনি তো তাঁর রোগীর চিকিৎসা রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দিয়ে করছেন — তাহলে কি তিনি তা বন্ধ করে দিয়ে কেবল সদকাতেই ক্ষান্ত হবেন?! উত্তর: কখনোই নয়.. বরং রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দিয়ে চিকিৎসার সঙ্গে সদকা দিয়ে চিকিৎসা — এ দুটিকে একত্রে উপকার আনয়নকারী সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়-উপকরণগুলোর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। আর এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধভাবেই জানা যে, দুটি উপযুক্ত ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা

একটি মাত্র ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করার চেয়ে উপকার ও ফায়দার দিক থেকে বেশি কার্যকর; তেমনিভাবে রুকইয়াহ, সদকা, ইস্তিগফার, দুআ ইত্যাদি কয়েকটি শরঈ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা দুটি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করার চেয়ে উপকার ও ফায়দার দিক থেকে বেশি কার্যকর.. এভাবেই ক্রমান্বয়ে..

সুতরাং বান্দা যত বেশি শরঈ ওষুধ ব্যবহার করবে — দুআ, সদকা, রুকইয়াহ, ইস্তিগফার, তাওবা, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি — আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আরোগ্য তত বেশি সম্পূর্ণ, তত বেশি পরিপূর্ণ ও তত বেশি মহৎ হবে। আর কত মানুষ আছেন যাঁরা রুকইয়াহ দিয়ে চিকিৎসা চলাকালে আরোগ্যের নিয়তে সদকা করেছেন, ফলে আল্লাহ তাঁদের আরোগ্য ত্বরান্বিত করেছেন; তাই তাঁরা সেই ব্যক্তির চেয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছেন যিনি কেবল রুকইয়াহতেই ক্ষান্ত ছিলেন, সদকা করেননি। এ বিষয়টি খেয়াল করুন এবং ভেবে দেখুন — এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রুকইয়াহ ও সদকা: একত্রে

করুন

- ✓ রুকইয়াহ শরইয়্যাহর সঙ্গে সদকা — একত্রে ব্যবহার
- ✓ দুআ, সদকা, রুকইয়াহ, ইস্তিগফার, তাওবা, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির
- ✓ আরোগ্যের নিয়তে সদকা করা, রুকইয়াহ চলাকালেও

করবেন না

- ✗ রুকইয়াহ বন্ধ করে কেবল সদকাতেই ক্ষান্ত হওয়া

প্রশ্নের উত্তর: কখনোই নয়

আপনার হাতে যে সম্পদ তা আল্লাহ তাআলারই, আর আল্লাহ তা দিয়ে আপনাকে পরীক্ষা করছেন

সদকা দিয়ে চিকিৎসার কিছু আদব উল্লেখ করার আগে আপনার সবার আগে জানা দরকার যে, আপনার কাছে যে সম্পদ আছে তা আল্লাহ তাআলারই; তিনিই তা আপনাকে দিয়েছেন এবং তা দিয়ে তিনি আপনাকে পরীক্ষা করছেন। আপনি যদি তাতে আল্লাহর হক আদায় করেন, তবে ইনশাআল্লাহ আপনি সফল হলেন; আর আপনি যদি তাঁর দুর্বল বান্দাদের ব্যাপারে তাতে কার্পণ্য করেন এবং তাতে আল্লাহর হক আদায় না করেন, তবে আশঙ্কা করা হয় যে আল্লাহ তা আপনার থেকে ছিনিয়ে নেবেন এবং আপনি আপনার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাবেন। আল্লাহ বহুবার আপনাকে উৎসাহিত করেছেন এবং এই সম্পদ থেকে সদকা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, যাতে আপনি দুনিয়া ও আখিরাত — উভয়ের কল্যাণ লাভ করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾

«হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো।» (সূরা আল-বাকারা, আয়াতের অংশ: ২৫৪)

এ ব্যাপারে সম্মানিত আয়াত ও সহীহ হাদীসে অত্যন্ত বেশি বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে সদকা এবং কল্যাণের পথে ব্যয়ের মধ্যে বান্দার জন্য তার দুনিয়া ও আখিরাতে বিরাট কল্যাণ নিহিত।

আপনার সদকা যেন গভীর প্রভাব ফেলে – অনুসরণীয় ধাপগুলো

আপনি যদি সদকা দিয়ে আপনার রোগীর চিকিৎসা করতে চান এবং আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে তার ফল ঘরে তুলতে চান — ঠিক যেমনটি এই বইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বাস্তব ঘটনাগুলোর মানুষেরা ঘরে তুলেছেন — তবে নিচের সহজ ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

এক — নিজের পবিত্র সম্পদ থেকে সদকা করুন। আপনি যদি চান যে সদকার মাধ্যমে আপনার রোগীর আরোগ্য হোক দ্রুত ও পরিপূর্ণ, তবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার পবিত্র (হালাল) অংশ থেকে সদকা করুন; কেননা আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না — যেমনটি সহীহ হাদীসে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

«হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ তার পবিত্র অংশ থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় করো। আর তার মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিসটি ব্যয় করার ইচ্ছা করো না — অথচ তোমরা নিজেরাই তা গ্রহণ করতে না, যদি না চোখ বুজে নিতে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।» (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৭)

দুই — সদকা দেওয়ার সময় রোগীর আরোগ্যের নিয়ত উপস্থিত রাখুন। আপনি যখন এই সদকা করবেন, তখন তা আপনার রোগীর আরোগ্যের নিয়তেই করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

«নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়ত অনুযায়ীই, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে।» — বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তিন — আপনি ধনী হলে সদকায় উদার হোন। নবী ﷺ ছিলেন উদার ও দানশীল; তিনি এমনভাবে দান করতেন «যেন তিনি দারিদ্র্যের ভয়ই করেন না» — মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চার — আপনার সদকাকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য খালিস করুন। কেননা আমল যত পরিপূর্ণ হবে এবং আল্লাহ তাআলার জন্য যত বেশি ইখলাসপূর্ণ হবে, তার সওয়াব ও ফলও তত পরিপূর্ণ ও তত মহৎ হবে। স্মরণ করুন সেই সাত ব্যক্তির হাদীস, যাঁদেরকে আল্লাহ সেদিন তাঁর ছায়ায় ছায়া দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না; তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেছেন:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا

حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ

> «আর সেই ব্যক্তি, যে এমন গোপনে সদকা করে যে তার ডান হাত জানে না তার বাম হাত কী ব্যয় করছে।» — মুত্তাফাকুন আলাইহি।

এর মধ্যে আমলে ইখলাসের প্রতি বিরাট উৎসাহ রয়েছে।

পাঁচ — সদকার জন্য অভাবী, সৎ ও পরহেজগার ব্যক্তি খুঁজে বের করুন। আপনার সদকা যেন আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে গভীর প্রভাব ফেলে, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন এমন কাউকে খুঁজে নিতে যিনি অভাবী, সৎ ও পরহেজগার — যেমনটি নবী ﷺ থেকে হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন:

لا تُصَاحِب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامَك إلا تقي

> «তুমি মুমিন ছাড়া কারও সঙ্গ নিয়ো না, আর তোমার খাবার যেন পরহেজগার ছাড়া কেউ না খায়।» — তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, এটি হাসান হাদীস।

আর দরিদ্র ব্যক্তি যত বেশি দারিদ্র্যপীড়িত ও সদকার মুখাপেক্ষী হবে, সদকার প্রভাবও তত বড় ও তত মহৎ হবে! সেই সঙ্গে জেনে রাখুন যে «প্রতিটি সজীব কলিজায় (প্রাণীতে) সওয়াব রয়েছে» — মুত্তাফাকুন আলাইহি, মারফূ হিসেবে। কাজেই আপনার সদকাকে কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা জরুরি নয়, এবং এমন ধারণাও করা যাবে না যে মানুষের ওপর ব্যয় না করলে সদকা উপকার করবে না; বরং আপনি যদি আপনার রোগীর আরোগ্যের নিয়তে কোনো অভাবী প্রাণীকেও খাওয়ান, তবে ইনশাআল্লাহ তাআলা সে আরোগ্য লাভ করবে। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

ছয় — আপনার আরোগ্যদাতা দয়ালু প্রভুর ব্যাপারে সুধারণা রাখুন, তাঁর ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী হোন এবং বিশ্বাস রাখুন যে তিনি আপনার রোগীকে সুস্থ করে দেবেন। আপনি যখন আপনার রোগীর আরোগ্যের নিয়তে সদকা করবেন, তখন বলবেন না: «আমি একটু পরখ করে দেখি»; বরং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিশ্চিত ও আস্থাশীল থাকুন যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আপনার রোগীকে সুস্থ করে দেবেন। ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না, আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে

হতাশ বা নিরাশ হবেন না; বরং তাঁর ওপর আস্থাশীল থাকুন — তিনিই আরোগ্যদাতা, উপকারকারী, দয়ালু, যাঁর হাতেই ক্ষতি ও উপকার.. যাঁকে জমিনের কিংবা আসমানের কোনো কিছুই অক্ষম করতে পারে না.. যিনি কোনো কিছু চাইলে তাকে বলেন «হও», আর তা হয়ে যায়। কাজেই তাঁর ব্যাপারে সুধারণা রাখুন এবং ধরে নিন যে তিনি আপনার রোগীকে সুস্থ করে দেবেন.. কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আচরণ করেন.. আর বান্দা যতক্ষণ তাঁর ব্যাপারে সুধারণা রাখে, ততক্ষণ আল্লাহ তাকে কখনোই পরিত্যাগ করবেন না।

সদকার প্রথম ছয় ধাপ

১ **এক: পবিত্র সম্পদ**
নিজের হালাল অংশ থেকে সদকা

২ **দুই: আরোগ্যের নিয়ত**
সদকার সময় রোগীর আরোগ্যের নিয়ত উপস্থিত রাখা

৩ **তিন: ধনী হলে উদার**
নবী ছিলেন উদার ও দানশীল

৪ **চার: খালিস নিয়ত**
একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খালিস করা

৫ **পাঁচ: অভাবী, সৎ, পরহেজগার**
যথাসাধ্য চেষ্টা করে এমন কাউকে খুঁজে নেওয়া

৬ **ছয়: সুধারণা ও আস্থা**
তাড়াহুড়ো নয়, নিরাশ নয়

বইয়ে মোট নয়টি ধাপের কথা আছে; এই অধ্যায়ে প্রথম ছয়টি

এক নজরে

- ★ কেন্দ্রীয় হাদীস: রোগীদের সদকা দিয়ে চিকিৎসা করো; আলবানী: হাসান
- ★ সিয়াম, সালাত, সদকা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ পরীক্ষার কাফফারা
- ★ রোগের বড় কারণগুলোর একটি সম্ভবত পাপাচার; আরেকটি আল্লাহর পরীক্ষা
- ★ রুকইয়াহ শরইয়্যাহ বাদ দিয়ে কেবল সদকায় ক্ষান্ত হওয়া নয়
- ★ হাতের সম্পদ আল্লাহরই; তা দিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন
- ★ আরোগ্যের নিয়তে, হালাল সম্পদ থেকে, খালিস নিয়তে সদকা
- ★ ফলের জন্য তাড়াহুড়ো নয়; আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ নয়

যাচাই করুন

1. আবু উমামা বাহিলীর হাদীসকে আলবানী কী বলেছেন?

ক. যঈফ | খ. হাসান | গ. জাল

2. হুযাইফার হাদীসে কোনগুলো পরীক্ষার কাফফারা?

ক. কেবল হজ্জ ও যাকাত | খ. কেবল সম্পদ জমানো | গ. সিয়াম, সালাত, সদকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

3. মুকাদ্দিমা অনুযায়ী রোগের সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি সম্ভবত কী?

ক. নেক আমল | খ. পাপাচার এবং প্রকাশ্যে পাপ করা | গ. সদকা

4. রোগী কি রুকইয়াহ ছেড়ে কেবল সদকায় ক্ষান্ত হবে?

ক. হ্যাঁ, রুকইয়াহ বন্ধ করে দেবে | খ. কখনোই নয়; দুটি একত্রে ব্যবহার করবে | গ. কোনোটিই দরকার নেই

5. সদকা কোন সম্পদ থেকে করতে বলা হয়েছে?

ক. হারাম হলেও যেকোনো সম্পদ | খ. পবিত্র (হালাল) অংশ থেকে | গ. কেবল নিকৃষ্ট জিনিস থেকে

6. ষষ্ঠ ধাপে রোগীর আরোগ্য নিয়ে কী করতে বলা হয়েছে?

ক. বলা: আমি একটু পরখ করে দেখি | খ. ফল না এলে সদকা বন্ধ করা | গ. তাড়াহুড়ো না করে আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রাখা

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-গ

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা – অবশিষ্ট নির্দেশনা ও আরোগ্যের বাস্তব ঘটনাবলি

- সদকা দেওয়ার পর যদি তোমার রোগীর আরোগ্যের দ্রুত ফল দেখতে না পাও — এমনটি ঘটতে পারে, তবে তা খুবই বিরল — তাহলে আবার সদকা করো, বারবার করো, নিরাশ হয়ো না। পূর্ণ আস্থা রাখো যে তোমার সদকা কখনোই বৃথা যাবে না; কেননা তা সংরক্ষিত আছে এমন সত্তার কাছে, যিনি ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না — সুবহানাহু ওয়া বিহামদিহ। আর যদি তোমার সদকার কারণে তিনি তোমার রোগীকে আরোগ্য না দেন, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে তা ঘটেনি এক ইলাহি অনুগ্রহ ও রব্বানি হিকমতের কারণেই। কারণ আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো রোগীকে আরোগ্য না-ও দিতে পারেন, যদিও সে সদকা করেছে; বরং সদকাকারী বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেই হয়তো তিনি তাকে আরোগ্য দেন না, যতক্ষণ না সে এমন গুনাহ থেকে মুক্ত হয় যেগুলোর ওপর সে অটল রয়েছে। তাই নিজের নফস ও তোমার রোগীর নফসকে তল্লাশি করো, গুনাহ ও পাপাচার থেকে মুক্ত হও — তখন দেখবে, সবচেয়ে দয়াশীলদের যিনি দয়াশীল তিনি তোমাদের থেকে এমনভাবে বিপদ দূর করবেন, তোমাদের সদকা কবুল করবেন এবং এমন আরোগ্য ও সুস্থতা দান করবেন, যা তোমাদের কল্পনাতেও আসেনি! আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

> "তোমাদের যে বিপদই ঘটে, তা তোমাদের নিজ হাতের কামাইয়ের কারণেই।"

এ কারণেই শরঈ হিকমতবাণীগুলোতে বলা হয়েছে:

ما نَزَلَ بَلاَءٌ إلا بذنب ولا رُفِعَ إلا بتوبة

> "গুনাহ ছাড়া কোনো বিপদ নামে না, আর তওবা ছাড়া তা দূরও হয় না।"

দ্রুত ফল না দেখলে করণীয়

১ **দ্রুত ফল না দেখলে**
আবার সদকা করো, বারবার করো; নিরাশ হয়ো না

২ **পূর্ণ আস্থা**
সদকা বৃথা যাবে না; তা সংরক্ষিত আছে

৩ **আরোগ্য না এলে**
ইলাহি অনুগ্রহ ও রব্বানি হিকমত বলে জানো

৪ **নিজের ও রোগীর নফস তল্লাশি**
যেসব গুনাহের ওপর অটল, তা থেকে মুক্ত হও

লেখকদের নির্দেশনা: আল্লাহ সদকা সত্ত্বেও কখনো রোগীকে আরোগ্য না-ও দিতে পারেন

- যদি আল্লাহ তোমার রোগীকে আরোগ্য দেন এবং দুঃখ-কষ্টের বদলে তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তবে তুমি ও তোমার রোগী দুজনেই তাঁর দিকে ফিরে যাও হামদ ও শোকর নিয়ে, আর বেশি বেশি বলতে থাকো: **الحمد لله رب العالمين** (সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য)। কারণ তিনিই প্রশংসা ও মহিমার যোগ্য, আর যাকে তিনি তাঁর শোকর আদায়ের তাওফীক দিয়েছেন তার জন্য তিনি বৃদ্ধির মহাঘোষণা দিয়েছেন। তিনি তাঁর মহাগ্রন্থে বলেছেন:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"আর স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন: তোমরা যদি শোকর আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব।" (সূরা ইবরাহীম, আয়াতের অংশ: ৭)

উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আরোগ্য দানের জন্য তার রবের বেশি বেশি শোকর আদায় করে, সে যেন সুস্থতার বৃদ্ধি এবং রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে থাকার সুসংবাদ গ্রহণ করে। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

عجباً لأمر المؤمن ! ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحدٍ إلا

للمؤمن ، إن أصابته سَرَّاءَ شكَرَ فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء

صبر فكان خيراً له

"মুমিনের ব্যাপারটি কী আশ্চর্য! তার সমস্ত ব্যাপারই কল্যাণময়। আর এটি মুমিন ছাড়া আর কারও জন্য নয়। তার যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পৌঁছায় সে শোকর আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়; আর যদি তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তা-ও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" (মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

মুমিনের দুই অবস্থা

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পৌঁছালে	দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করলে
শোকর আদায় করে	ধৈর্য ধারণ করে
তা তার জন্য কল্যাণকর	তা-ও তার জন্য কল্যাণকর

হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার রোগীকে এমন আরোগ্য দান করেন যার পর কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট থাকে না, আর তার ওপর যা আপতিত হয়েছে তা যেন তার গুনাহের কাফফারা, তার মর্যাদার উন্নতি এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে আড়াল হয়।

এই নাও কিছু বিস্ময়কর ঘটনা, যেগুলো যদি কোনো কিছুর প্রমাণ বহন করে তবে তা এটিই যে, রোগীদের চিকিৎসায় সদকার প্রভাব কত বিশাল:

প্রথম থেকে একাদশ ঘটনার সূচি

ঘটনা ও সমস্যা	যা সদকা বা দান করা হয়েছে
প্রথম: চেহারার ঘা	পানির হাউয (সাবীল) বানানো
দ্বিতীয়: হাঁটুর ক্ষত	মানুষের জন্য কূপ খনন
তৃতীয়: ক্যান্সার	ইয়াতীমদের এক মায়ের প্রতি সদকা
চতুর্থ: ক্যান্সার	ইয়াতীমদের পেছনে উপার্জন ব্যয়
পঞ্চম: বন্ধ্যাত্ব	এক দরিদ্র নারীকে সদকা
ষষ্ঠ: পথে মৃত্যুর কাছাকাছি	বাবার সদকা: অভাবীকে দুধ পান
সপ্তম: মেয়ের চোখে ছুরির আঘাত	মায়ের স্বর্ণের টুকরা
অষ্টম: মেয়ের গলার রোগ	চাল, মুরগি, খাদ্যসামগ্রী বিতরণ
নবম: যুবকের কঠিন রোগ	মায়ের সমস্ত স্বর্ণের মূল্য
দশম: তীব্র ব্যথা (নজরের ধারণা)	নগদ অর্থ সদকার উদ্যোগ
একাদশ: শিশুকন্যার জ্বর	চাল ও মুরগি বিতরণ

প্রতিটি ঘটনা বর্ণনাকারীদের নিজস্ব ভাষ্য; এখানে শুধু সূচি দেওয়া হলো

প্রথম ঘটনা: নবী ﷺ স্বপ্নে সদকা করার নির্দেশ দিলেন, তিনি করলেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে আরোগ্য দিলেন এবং তিনি উজ্জ্বল-সুন্দর চেহারা নিয়ে বেঁচে রইলেন

সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (ম ৯৬৪)-এ ইমাম মুহাদ্দিস বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ থেকে এসেছে যে, তিনি বলেছেন: "এই অর্থে আমাদের শাইখ হাকিম আবূ আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর ঘটনাটি রয়েছে। তাঁর চেহারায় ঘা হয়েছিল; তিনি নানা রকম চিকিৎসা করালেন, কিন্তু তা দূর হলো না — প্রায় এক বছর ধরে তা রয়ে গেল। তখন তিনি উস্তায ইমাম 'আবূ উসমান আস-সাবূনী'কে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন জুমার দিনে তাঁর মজলিসে তাঁর জন্য দুআ করেন। তিনি তাঁর জন্য দুআ করলেন এবং উপস্থিত লোকজন প্রচুর আমীন বলল। এরপর যখন পরের জুমার দিন এলো, তখন এক নারী মজলিসে একটি চিরকুট ফেলল যে, সে তার বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেই রাতে হাকিম আবূ আবদুল্লাহর জন্য দুআয় খুব চেষ্টা করেছে; ফলে সে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছে, যেন তিনি তাকে বলছেন:

قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين

'আবূ আবদুল্লাহকে বলো, সে যেন মুসলিমদের জন্য পানির ব্যবস্থা প্রশস্ত করে দেয়।'

আমি চিরকুটটি নিয়ে হাকিমের কাছে এসেছি।" তখন তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর বাড়ির দরজায় একটি পানির হাউয (সাবীল) বানানো হলো। নির্মাণকাজ শেষ হলে তিনি তাতে পানি ঢালার নির্দেশ দিলেন এবং পানিতে বরফ দেওয়া

হলো, আর লোকজন তা থেকে পান করতে শুরু করল। এক সপ্তাহও অতিবাহিত হলো না, আরোগ্য প্রকাশ পেল, সেই ঘাগুলো দূর হয়ে গেল, তাঁর চেহারা আগের চেয়েও সুন্দর অবস্থায় ফিরে এলো এবং তিনি এরপর আরও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন। (উদ্ধৃতি শেষ)

দ্বিতীয় ঘটনা: মানুষের জন্য কূপ খনন করলেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য দিলেন

সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮/৪০৭)-এ এসেছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর হাঁটুতে সাত বছর ধরে হয়ে থাকা একটি ক্ষত সম্পর্কে; তিনি নানা রকম চিকিৎসা করিয়েছেন এবং চিকিৎসকদের জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু কোনো উপকার পাননি। তখন ইবনুল মুবারক তাঁকে বললেন:

اذهب واحفر بئراً في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء فإني أرجو

أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم

> "যাও, এমন কোনো জায়গায় একটি কূপ খনন করো যেখানে মানুষের পানির প্রয়োজন রয়েছে; কেননা আমি আশা করি, সেখানে একটি ঝরনা উৎসারিত হবে এবং তোমার রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে।"

লোকটি তা-ই করলেন, ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরোগ্য দিলেন।

তৃতীয় ঘটনা: ইয়াতীমদের এক মায়ের প্রতি সদকা করলেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে ক্যান্সার থেকে আরোগ্য দিলেন

উল্লেখ করা হয় যে, এক ব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন। তিনি চিকিৎসার সন্ধানে দুনিয়া চষে বেড়ালেন, কিন্তু তা পেলেন না। এরপর তিনি ইয়াতীমদের এক মায়ের প্রতি সদকা করলেন, ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরোগ্য দিলেন।

চতুর্থ ঘটনা: ইয়াতীমদের জন্য পরিশ্রম করায় আল্লাহ তাঁকে ক্যান্সার থেকে আরোগ্য দিলেন

আগের ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা বলেন আলজেরিয়ার এক সম্মানিতা বোন — তিনি সৌদি আরবে বসবাসরত: "কয়েক বছর আগে আমি ক্যান্সারে আক্রান্ত হই এবং নিশ্চিত হয়ে যাই যে মৃত্যু নিকটবর্তী। আমি সূচিশিল্পের (কারুকাজের) পেশা থেকে যা উপার্জন করতাম তা ইয়াতীমদের পেছনে ব্যয় করতাম; আর তাদের পেছনে যা কিছু ব্যয় করেছি, আল্লাহ তা আমাকে বহুগুণে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি আলজেরিয়ার দানশীল মানুষদের আমার জন্য নিয়োজিত করে দিলেন, যেন তারা আমার চিকিৎসা করায়; এরপর এখানে সৌদি আরবেও এমন মানুষ নিয়োজিত করে দিলেন যারা আমার খোঁজখবর নেয় ও আমার দেখাশোনা করে। যদিও রাজ্যে আমি কাউকেই চিনতাম না, তবু আমি নেককার বোনদের পেয়ে গেলাম। আমি আমার চিকিৎসা চালিয়ে গেলাম, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ

হয়ে গেলাম। এ দেশে আমি কাউকেই চিনি না, তবুও এই ইয়াতীমদের পেছনে আমার ব্যয়ের কারণেই আল্লাহ তাআলা আমার জন্য সবকিছু নিয়োজিত করে দিলেন এবং সহজ করে দিলেন।"

পঞ্চম ঘটনা: এক বন্ধ্যা নারী সদকা করলেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে যমজ সন্তান দান করলেন

এক নারী বন্ধ্যাত্বে আক্রান্ত হলেন; চিকিৎসকেরা তাঁকে গর্ভধারণের সম্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর কোনো চিকিৎসা নেই! এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে এক দরিদ্র নারীর প্রতি সদকা করার তাওফীক দিলেন। তাকে সদকা দেওয়ার পর তিনি তার কাছে নেক সন্তানের জন্য দুআ চাইলেন। তিন মাসও অতিবাহিত হলো না, তিনি যমজ দুই পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করলেন!

ষষ্ঠ ঘটনা: তাঁর সদকার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করলেন

প্রসিদ্ধ দাঈ নারীদের একজন সদকার প্রভাব নিয়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করছিলেন এবং তাতে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। তখন উপস্থিত এক নারী তাঁকে বললেন: "বিস্মিত হবেন না! আমাদের বাবার তাঁবুতে এক অভাবী লোক এসেছিল; তিনি তাকে একটি পাত্রে দুধ দিলেন এবং তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পান করালেন। এরপর একবার যখন তিনি পথ চলছিলেন, তখন তাঁর গাড়ি বিকল হয়ে গেল; তিনি একটি গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। হঠাৎ এক লোক তাঁর কাছে এলো এবং তাঁকে দুধ দিলো, তিনি তা পান করলেন। আর সেই লোকটি ছিল হুবহু সেই ব্যক্তি, যাকে আমার বাবা দুধ পান করিয়েছিলেন।" (উদ্ধৃতি শেষ)

সম্ভবত তিনি ছিলেন কোনো সম্মানিত ফেরেশতা, যিনি সেই ব্যক্তির আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যাকে তাঁর বাবা সদকা করেছিলেন। আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর যে ব্যক্তি উত্তম আমল করে, তার প্রতিদান কখনো নষ্ট হয় না।

সপ্তম ঘটনা: মায়ের সদকার কারণে তার দৃষ্টিশক্তি আগের মতোই ফিরে এলো

এক ছোট বালক তার বোনের সঙ্গে খেলছিল, তার হাতে ছিল একটি ছুরি। হঠাৎ সে বোনের চোখে আঘাত করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো, আর আঘাতের ভয়াবহতার কারণে সেখান থেকে রিয়াদে স্থানান্তর করা হলো, যেখানে পরামর্শক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা আছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এক্স-রের পর চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত দিলেন যে, তার চোখের কর্নিয়া ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা দুর্বল এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার আশা ক্ষীণ। একদিন মেয়েটির সঙ্গে থাকা মা সদকার ফযীলতের কথা স্মরণ করলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, তাঁর জন্য সেই স্বর্ণের টুকরাটি নিয়ে আসতে, যা ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না। আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেটি সদকা করে দিলেন এবং তাঁর দয়াময় সম্মানিত রবের কাছে দুআ করে বললেন:

ربي إنك تعلم أني لا أملك غيرها فاجعل صَدَقتي بها سبباً في شفاء ابنتي

> "হে আমার রব! তুমি তো জানো, এটি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই; তাই এটি দিয়ে আমার এই সদকাকে আমার মেয়ের আরোগ্যের কারণ বানিয়ে দাও।"

পরদিন চিকিৎসক এলেন এবং তাঁর সামনে মেয়েটির অবস্থা তুলে ধরা হলো; তাঁর কথাও হলো আগের চিকিৎসকদের মতোই — আরোগ্যের কোনো আশা নেই। কয়েক দিন পর আরেকজন চিকিৎসক এলেন এবং তাঁর সামনে অবস্থাটি পেশ করা হলো। তিনি চিন্তা করলেন, গভীরভাবে ভাবলেন — এরপর বিস্ময়করভাবে অস্ত্রোপচার করা হলো এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তা সফল হলো। এরপর শিশুটি সুস্থ অবস্থায় ফিরে এলো, তার মুখে কোনো দাগও রইল না, আর তার দৃষ্টিশক্তি — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার — আগের মতোই ফিরে এলো।

অষ্টম ঘটনা: সদকার কারণে আল্লাহ তাঁর মেয়েকে আরোগ্য দিলেন

শাইখ সুলাইমান আল-মুফাররিজ — আল্লাহ তাঁকে তাওফীক দিন — বলেন: এই ঘটনাটি এর মালিক নিজেই আমাকে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন: "আমার একটি ছোট মেয়ে আছে; তার গলায় একটি রোগ ধরে। আমি তাকে নিয়ে হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরলাম এবং অনেক চিকিৎসককে দেখালাম, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তার রোগটি দুরারোগ্য হয়ে দাঁড়াল। তার রোগ পুরো পরিবারের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, ফলে আমি নিজেই যেন রোগী হয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা কেবল তার ব্যথা লাঘবের জন্য তাকে ইনজেকশন দিতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার রহমত ছাড়া সবকিছু থেকেই নিরাশ হয়ে গেলাম।

শেষে আশা এলো এবং মুক্তির দরজা খুলে গেল। এক নেককার ব্যক্তি আমাকে ফোন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীসটি আমাকে শোনালেন:

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

> 'তোমাদের রোগীদের সদকা দিয়ে চিকিৎসা করো।'

আমি তাঁকে বললাম: 'আমি তো অনেক সদকা করেছি।'

তিনি বললেন: 'এবার তোমার মেয়ের আরোগ্যের নিয়তে সদকা করো।' সত্যিই আমি এক দরিদ্র ব্যক্তিকে সামান্য একটি সদকা করলাম, কিন্তু কিছুই বদলাল না। আমি তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন: 'তুমি তো তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের নিআমত ও প্রচুর সম্পদ আছে; কাজেই তোমার সদকা হোক তোমার সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী।' তখন আমি দ্বিতীয়বার গেলাম এবং বড় অঙ্কের অর্থ দিয়ে আমার গাড়ি চাল, মুরগি ও নানা খাদ্যসামগ্রীতে বোঝাই করলাম এবং তা অনেক অভাবীর মাঝে বিতরণ করলাম। তারা আমার সদকায় আনন্দিত হলো। আল্লাহর কসম, আমি কখনোই ভাবিনি যে আমার মেয়ে সর্বশেষ যে ইনজেকশনটি নিয়েছিল, সেটিই ছিল আমার সদকার ঠিক আগের ইনজেকশন! সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, সদকা আরোগ্যের সবচেয়ে বড় উপায়গুলোর একটি। এখন আল্লাহর অনুগ্রহে আমার মেয়ের বয়স তিন বছর এবং তার কোনো রোগই নেই। সেই মুহূর্ত থেকে আমি বেশি বেশি সদকা করতে লাগলাম, বিশেষত কল্যাণমূলক ওয়াক্‌ফসমূহে। আমি প্রতিদিনই আমার সম্পদে ও পরিবারে নিআমত, বরকত ও সুস্থতা অনুভব করি। আমি প্রত্যেক রোগীকে উপদেশ দিই, সে যেন তার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ থেকে সদকা করে এবং বারবার তা

করে — তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দেবেন। আমি যা বললাম তার সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহর সামনে আমি দায়বদ্ধ। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।"

অষ্টম ঘটনা: প্রাপ্ত পরামর্শ

১ নেককার ব্যক্তির ফোন
হাদীস শোনালেন: রোগীদের সদকা দিয়ে চিকিৎসা করো

২ প্রথম পরামর্শ
মেয়ের আরোগ্যের নিয়তে সদকা করো

৩ দ্বিতীয় পরামর্শ
সদকা হোক সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী

৪ বর্ণনাকারীর উপদেশ
সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ থেকে বারবার সদকা

বর্ণনাকারীর নিজের ভাষ্য

নবম ঘটনা: তিনি তাঁর সমস্ত স্বর্ণ সদকা করে দিলেন, ফলে তাঁর ছেলে আরোগ্য পেল

এক যুবক তার ওপর আপতিত কঠিন রোগের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হলো — আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও সমস্ত মুসলিমের জন্য নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত দিলেন যে তার আরোগ্যের কোনো আশা নেই। চিকিৎসক তার সঙ্গে থাকা মাকে বললেন: "তার জিনিসপত্র নিয়ে যান, তার আরোগ্যের কোনো আশা নেই; জ্ঞান আল্লাহর কাছে।" মা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, তাঁর কলিজার টুকরার কথা এবং তার বিচ্ছেদের কথা মনে পড়ল। তিনি উঠে গিয়ে তাঁর মালিকানাধীন সমস্ত স্বর্ণ বিক্রি করে দিলেন এবং তার মূল্য সদকা করে দিলেন। মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত হলো, চিকিৎসক তার মাকে জানালেন যে তার আরোগ্যের আশা রয়েছে। এরপর তার অবস্থা ধীরে ধীরে ভালো হতে লাগল, শেষ পর্যন্ত কয়েক দিন পর সে সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় বেরিয়ে এলো। তখন সবাই তার আরোগ্য ও আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য তাদের রব — তাবারাকা ওয়া তাআলা — এর প্রশংসা করল।

দশম ঘটনা: তিনি নজরে আক্রান্ত হলেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে সদকার মাধ্যমে আরোগ্য দিলেন

শাইখ আরও বলেন: এটি আরেকটি ঘটনা, যা এর মালিক আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন: "আমার ভাই কোনো এক জায়গায় গিয়েছিল এবং একটি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। সে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়, যখন তার কোনো অভিযোগই ছিল না, হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল — যেন তার মাথায় বন্দুকের গুলি ছোড়া হয়েছে! আমরা ধারণা করলাম, সে হয়তো নজরে আক্রান্ত হয়েছে, কিংবা ক্যান্সারের টিউমার বা মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার শিকার হয়েছে। আমরা তাকে নিয়ে কয়েকটি হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে গেলাম এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এক্স-রে করালাম। তার মাথা সুস্থই ছিল, কিন্তু সে এমন এক ব্যথার অভিযোগ করছিল যা তার শয্যা অস্থির করে তুলেছিল এবং দীর্ঘ সময় ধরে তার ঘুম ও সুস্থতা কেড়ে নিয়েছিল; বরং ব্যথা যখন তীব্র হতো তখন সে কথা বলা তো দূরের কথা, শ্বাসই নিতে পারত না।"

আমি তাকে বললাম: "তোমার কাছে কি কোনো অর্থ আছে, যা আমরা তোমার পক্ষ থেকে সদকা করে দেব — হয়তো আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দেবেন?" সে বলল: হ্যাঁ। তখন আমি প্রায় সাত হাজার রিয়াল তুলে আনলাম এবং এমন এক নেককার ব্যক্তিকে ফোন করলাম যিনি দরিদ্রদের চেনেন, যেন তিনি তা তাদের মাঝে বিতরণ করেন। আমি মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার ভাই সেই দিনই তার রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করল — দরিদ্রদের কাছে কিছু পৌঁছার আগেই! তখন আমি সত্যিকারভাবে জানলাম, চিকিৎসায় সদকার প্রভাব অত্যন্ত বিশাল।

একাদশ ঘটনা: তাঁর শিশুকন্যা জ্বরে আক্রান্ত হলো, ফলে আল্লাহ তাঁর সদকার মাধ্যমে তাকে আরোগ্য দিলেন

শাইখ আরও বলেন: এটি আরেকটি ঘটনা, যা এর মালিক আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "আমার শিশুকন্যা জ্বর ও তাপে ভুগছিল এবং খাবার খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। আমি তাকে নিয়ে কয়েকটি চিকিৎসাকেন্দ্রে গেলাম, কিন্তু তার তাপমাত্রা নামল না, বরং তার অবস্থা খারাপ হতে লাগল। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলাম, বুঝতে পারছিলাম না কী করব! তখন আমার স্ত্রী আমাকে বললেন: 'চলো, আমরা তার পক্ষ থেকে সদকা করি।' আমি এমন এক ব্যক্তিকে ফোন করলাম যার মিসকীনদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এবং তাকে বললাম: 'আমি চাই আপনি মসজিদে আসরের সালাত আদায় করবেন এবং আমার কাছ থেকে ২০ বস্তা চাল ও ২০ কার্টন মুরগি নিয়ে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করবেন।' আমি আল্লাহর কসম করে বলছি — এবং আমি বাড়িয়ে বলছি না — ফোনের রিসিভার রাখার মাত্র পাঁচ মিনিট পর দেখি, আমার শিশুকন্যা দৌড়াচ্ছে, খেলছে ও সোফার ওপর লাফাচ্ছে; সে তৃপ্তি না আসা পর্যন্ত খেল এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে, অতঃপর সদকার মাধ্যমে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল। আমি মানুষকে উপদেশ দিই, তারা যেন প্রতিটি রোগের সময় এর প্রতি গুরুত্ব দেয়।"

এক নজরে

- ★ দ্রুত ফল না দেখলে আবার সদকা করা; নিরাশ না হওয়া
- ★ সদকা বৃথা যায় না; আল্লাহ কখনো সদকা সত্ত্বেও আরোগ্য না-ও দিতে পারেন
- ★ আরোগ্য না এলে নিজের ও রোগীর গুনাহ তল্লাশি করে মুক্ত হওয়া
- ★ শরঈ হিকমতবাণী: গুনাহ ছাড়া বিপদ নামে না, তওবা ছাড়া তা দূরও হয় না
- ★ সুখে শোকর, দুঃখে ধৈর্য: মুমিনের দুই অবস্থাই কল্যাণকর
- ★ প্রথম থেকে একাদশ ঘটনা বর্ণনাকারীদের নিজস্ব ভাষ্য

যাচাই করুন

1. সদকার পর দ্রুত ফল না দেখলে কী করতে বলা হয়েছে?

ক. সদকা বন্ধ করে দেওয়া

খ. সদকা বৃথা গেছে ধরে নেওয়া

গ. আবার সদকা করা, বারবার করা, নিরাশ না হওয়া

2. আরোগ্য না এলে নফস তল্লাশি করে কী করতে বলা হয়েছে?

ক. গুনাহ ও পাপাচার থেকে মুক্ত হওয়া

খ. সদকা পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া

3. হিকমতবাণী অনুযায়ী বিপদ কীভাবে দূর হয়?

ক. তওবার মাধ্যমে

খ. বিপদ কখনো দূর হয় না

4. মুমিনকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করলে সে কী করে?

ক. অভিযোগ করে

খ. ধৈর্য ধারণ করে

গ. কোনো কিছুই করে না

5. ইবনুল মুবারক প্রশ্নকারীকে কী করতে বলেছিলেন?

ক. মসজিদ নির্মাণ করতে

খ. যেখানে পানির প্রয়োজন সেখানে কূপ খনন করতে

গ. বরফ বিতরণ করতে

6. অষ্টম ঘটনায় নেককার ব্যক্তি কোন নিয়তে সদকা করতে বললেন?

ক. সুনামের নিয়তে

খ. মেয়ের আরোগ্যের নিয়তে

গ. কেবল সওয়াবের নিয়তে, রোগ ছাড়া

উত্তর: ১-গ, ২-ক, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

বিস্ময়কর ঘটনাবলি – দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ

দ্বাদশ ঘটনা: মানসিক রোগে আক্রান্ত এক নারী, আল্লাহ যাকে সদকার মাধ্যমে রক্ষা করলেন

আর এই নারী এক দুঃসহ মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন তাঁর এক আত্মীয় — আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন — এগিয়ে এলেন এবং তাঁর আরোগ্যের নিয়তে এক দরিদ্র সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে সদকা করলেন, যিনি দুটি পরিবারের ভরণপোষণ করতেন; আর তাঁর কাছে সেই রোগিণীর জন্য দুআ চাইলেন। মাত্র কয়েকটি দিন যেতে না যেতেই আল্লাহ তাঁর জন্য এমন লোকজন জুটিয়ে দিলেন, যাঁরা তাঁকে সেই বিপদ থেকে টেনে তুললেন এবং তাঁর আরোগ্যের উপলক্ষ হলেন। সদকাদাতা ভাই বলেন: (আল্লাহর কসম, তাঁর পরিবারের কেউই আমার সদকার কথা জানত না; আমি তো তা কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই খালিসভাবে দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিবারের মধ্যে এবং তাঁর অবস্থা জানতেন এমন কিছু সৎ মানুষের মধ্যে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা ও রোগ থেকে উদ্ধারের জন্য পূর্ণ তৎপরতা সৃষ্টি করে দিলেন — সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।) (উদ্ধৃতি শেষ)

ত্রয়োদশ ঘটনা: তাঁর সদকার পর তাঁরা রোগের কোনো চিহ্নই খুঁজে পেলেন না

আর এই অন্য এক নারী কিডনি বিকল হওয়ার রোগে আক্রান্ত হলেন — আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের জন্য ও সমস্ত মুসলিমের জন্য সব বালা-মুসিবত ও রোগ থেকে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি। এই বোন তাঁর এ রোগ নিয়ে বহু কষ্ট ভোগ করলেন — একের পর এক ডাক্তার দেখানো আর চিকিৎসার মধ্য দিয়ে। তারপর তিনি বিশ হাজার রিয়াল পুরস্কারের বিনিময়ে তাঁকে একটি কিডনি দান করবে এমন কাউকে খুঁজলেন। মানুষের মুখে মুখে খবরটি ছড়িয়ে পড়ল, আর যাদের কাছে তা পৌঁছাল তাদের মধ্যে ছিলেন এক দরিদ্র নারী। তিনি হাসপাতালে এসে সমস্ত প্রক্রিয়ায় সম্মতি দিলেন। নির্ধারিত দিনে রোগিণী দাত্রীর কাছে গেলেন, আর দেখলেন তিনি কাঁদছেন। তিনি অবাক হলেন এবং তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন — তিনি কি বাধ্য হয়ে এ কাজ করছেন কি না?! তিনি বললেন: (আমার দারিদ্র্য আর টাকার প্রয়োজন ছাড়া আর কিছুই আমাকে কিডনি দান করতে ঠেলে দেয়নি।) তারপর তিনি হু হু করে কেঁদে ফেললেন। রোগিণী তাঁকে শান্ত করলেন এবং বললেন: (টাকা আপনারই, আর আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চাই না।) সেই দরিদ্র নারীর আনন্দের কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না! এর কয়েক দিন পর রোগিণী হাসপাতালে এলেন, আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ঘটল এমন এক বিস্ফোরক বিস্ময় যা ডাক্তারদের হতবাক করে দিল — তাঁরা রোগের কোনো চিহ্নই খুঁজে পেলেন না; আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরোগ্য দান করেছিলেন — সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ তাঁরই।

চতুর্দশ ঘটনা: এক দানশীল ব্যক্তি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করলেন, আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরোগ্য দিলেন

এক নারী তাঁকে পেয়ে বসা এক কঠিন রোগের কারণে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আই সি ইউ) ভর্তি হলেন। এ খবর এক দানশীল ব্যক্তির কানে গেল। তিনি এগিয়ে এসে একটি (উট) যবাই করলেন, তার সওয়াব সেই নারীর জন্য নিয়ত করলেন এবং তার গোশত দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে সদকা করে দিলেন। এরপর কয়েকটি দিন যেতে না যেতেই সেই নারী সুস্থ হয়ে উঠলেন — সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।

পঞ্চদশ ঘটনা: তিনি সদকা করলেন, আর তাতেই হলো সিহর থেকে তাঁর আরোগ্য

সদকার ফযীলত নিয়ে সেই নারীদের আলোচনা তখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উপস্থিত নারীদের একজন নিজের বহুমূল্য গলার হারটি খুলে ফেললেন এবং তাঁদের একজনকে দিলেন — যেন তিনি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য দরিদ্র পরিবারগুলোকে দিয়ে দেন। তিনি যখন সেটি নিয়ে স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর কাছে গেলেন এবং সে তা ওজন করতে চাইল, তখন সে হারটির মাঝখান থেকে একটি (নগ) বের করল। যা সে দেখল তাতে সে হতভম্ব ও বিস্মিত হয়ে গেল, কেননা সে (নগটির) ভেতরে সিহরের কাজের কিছু জিনিস দেখতে পেল। সে তা বের করে ফেলল, আর সেই নারী যে যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তা থেকে সুস্থ হয়ে গেলেন — সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।

ষোড়শ ঘটনা: তাঁর স্বামী তাঁর সমস্ত (স্বর্ণ) তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবস্থার উন্নতি হলো

হাসপাতালে শয্যাশায়ী সেই নারীর স্বামীকে ডাক্তার ফোন করলেন এবং জানালেন যে তাঁর স্ত্রীর অবস্থা সংকটজনক, চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক থেকে তাঁর আরোগ্যের আশা আর নেই। এ খবরে স্বামী ভীষণ ব্যথিত হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর স্ত্রীর মালিকানায় থাকা সমস্ত স্বর্ণ তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে ছুটলেন। কয়েক ঘণ্টা পর তিনি হাসপাতালে গেলেন, তখন ডাক্তার তাঁকে জানালেন যে কিছুক্ষণ আগে (অর্থাৎ ঠিক সেই সময়েই, যখন স্বামী সদকা করছিলেন!) স্ত্রীর মধ্যে উন্নতি ও আরোগ্যের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এরপর তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র থেকে সাধারণ রোগীদের কক্ষে স্থানান্তর করা হলো, আর কয়েক দিন পর তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি অনুগ্রহ ও ইহসানের অধিকারী।

সপ্তদশ ঘটনা: এক সদকার কারণে তাঁর মাড়ির দাঁত পুরোপুরি সেরে গেল

প্রসিদ্ধ এক নারী দাঈ বলেন: (কয়েক বছর আগে আমি হারাম শরীফে ছিলাম। তখন আমার সেই মাড়ির দাঁতটি ব্যথা করতে লাগল, যার চিকিৎসা ও ফিলিং করানো আমি পিছিয়ে দিয়েছিলাম। হারাম শরীফে থাকতে পেরে আমি আনন্দিত ছিলাম এবং কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইছিলাম; কিন্তু ব্যথা যদি চলতেই থাকে, তবে আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে আর আমার সময়টা নষ্ট হয়ে যাবে। তখন আমার মনে এই ভাবনাটি এল যে, এই ব্যথাকে আমি সদকা দিয়ে ঠেকাব। তাই আমি হারাম শরীফের মেয়েদের মধ্য থেকে একজনকে সদকা করলাম। আল্লাহর কসম, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ব্যথা থেমে গেল! আর সেই বছর থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত এ দাঁতের জন্য আমার আর কোনো ডাক্তারের প্রয়োজন হয়নি, কারণ সেটি আর কখনোই আমাকে ব্যথা দেয়নি!)

অষ্টাদশ ঘটনা: ডাক্তাররা তাঁর শিশুর মৃত্যু নিশ্চিত বলে রায় দিলেন, আর আল্লাহ তার পিতার সদকার মাধ্যমে তাকে বাঁচালেন

সিরিয়ার হালাব (আলেপ্পো) শহরের জামে আর-রিদওয়ানের ইমাম শায়খ আব্দুল হাদী বাদলা — যিনি সেই স্বল্পসংখ্যক আলিমদের একজন, যাঁরা একই সঙ্গে বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়কে সম্বোধন করেন; আল্লাহ তাঁর মধ্যে বরকত দিন এবং তাঁর দ্বারা উপকৃত করুন — তিনি বলেন: (আমার বিয়ের শুরুর দিকে আল্লাহ আমাদের প্রথম সন্তান দিয়ে অনুগ্রহ করলেন। আমরা তাকে পেয়ে ভীষণ আনন্দিত হলাম। কিন্তু আল্লাহ — সুবহানাহু — চাইলেন যে এই শিশুটি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হোক, যার সামনে তখনকার চিকিৎসাবিদ্যা অক্ষম হয়ে পড়ল। শিশুটির অবস্থা খারাপ হতে লাগল, আর আমাদের নিজেদের অবস্থাও আরও খারাপ হতে লাগল — আমাদের কলিজার টুকরা, আমাদের চোখের আলোর জন্য দুশ্চিন্তায়। আর আপনারা সবাই জানেন, সন্তান তার মা-বাবার কাছে কী, বিশেষত সে যখন আমাদের প্রথম সন্তান!!

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ অনুভূতি ছিল আমাদের সেই অসহায়ত্বের বোধ — তার যন্ত্রণার জন্য আমরা তাকে কোনো চিকিৎসা দিতে পারছিলাম না!!

তবু আমরা আমাদের ব্যাপারটি আল্লাহ ও তাঁর ফয়সালার কাছে সঁপে দিলাম; কিন্তু আমাদের কর্তব্য ছিল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা এবং তার চিকিৎসার কোনো সুযোগ বা পথ হাতছাড়া না করা।

ভালো মানুষেরা আমাদের এক অভিজ্ঞ ও নামকরা ডাক্তারের সন্ধান দিলেন। আমি শিশুটিকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। শিশুটি জ্বরে কষ্ট পাচ্ছিল — সেই জ্বর, যা শিশুটির আগেই খেয়ে ফেলছিল আমার শরীর, তার মায়ের শরীর, তার হৃদয় ও আমার হৃদয়। ডাক্তার আমাদের বললেন: "আজ রাতে যদি এই শিশুর জ্বর না নামে, তবে আগামীকাল সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে!"

আমি শিশুটিকে নিয়ে ফিরে এলাম — বিষণ্ন, মনমরা; বেদনা আমার হৃদয়কে কুরে কুরে খাচ্ছিল, এমনকি ঘুম আমার চোখ থেকে বিদায় নিল। তাই আমি উঠে সালাত পড়লাম। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে পড়লাম, স্ত্রীকে রেখে এলাম ছেলের শিয়রে — কাঁদতে কাঁদতে, শোকে মুহ্যমান অবস্থায়। আমি রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম, বুঝতে পারছিলাম না ছেলের জন্য আমি কী করব!! কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল সদকার কথা এবং আমার প্রিয়তম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই হাদীসের কথা, যখন তিনি বলেছেন:

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

> "তোমাদের রোগীদের সদকা দিয়ে চিকিৎসা করো।"

কিন্তু এত রাতে আমি কাকে পাব, যার দরজায় কড়া নেড়ে আমি তাকে সদকা দেব? আর আমি তা করলে সে-ই বা আমার সম্পর্কে কী বলবে?!

আমি এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ কালো রাতের মধ্যে একটি ক্ষুধার্ত বিড়াল ডেকে উঠল। আমার মনে পড়ে গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই বাণী, যখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন:

وإِنَّ لنا في البهائم أجراً ؟!

> "চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে?"

তখন তিনি ﷺ বললেন:

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

> "প্রত্যেক সজীব কলিজায় (অর্থাৎ প্রাণী মাত্রেই উপকার করায়) প্রতিদান রয়েছে।"

— বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তাই আমি ঘরে ঢুকলাম, এক টুকরো গোশত নিলাম এবং তা বিড়ালটিকে খাওয়ালাম।

আমি পেছনে দরজা বন্ধ করলাম; কিন্তু দরজার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর: "তুমি কি ফিরেছ?.. আমার কাছে এসো.. আমার কাছে.. তাড়াতাড়ি!!" আমি ছুটে তার কাছে গেলাম। দেখলাম, আমার স্ত্রীর চেহারা বদলে গেছে, আর তার মুখমণ্ডলে খুশির ঝলক!

আমি বললাম: এই তো এইমাত্র ফিরলাম।

সে বলল: "তুমি চলে যাওয়ার পর আমি বসা অবস্থাতেই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম.. তখন আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম!..

আমি দেখলাম, আমি আমার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছি.. এমন সময় আকাশ থেকে এক বিশাল কালো পাখি ছোঁ মেরে নেমে এল আমাদের শিশুটির উপর, তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে; আর আমি ভয়ে ছেলেকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছি, বুঝতে পারছি না কী করব! এমন সময় হঠাৎ একটি বিড়াল পাখিটিকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিতে লাগল এবং তার সঙ্গে এমন লড়াই শুরু করল যার চেয়ে জোরালো লড়াই আমি দেখিনি — যদিও পাখিটি ছিল বিরাটকায়। সে তাকে ধাক্কা দিতেই থাকল, লড়তেই থাকল, শেষে সেই বাজপাখিটিকে দূরে সরিয়ে দিল। আর তোমার আসার শব্দেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।"..

শায়খ বলেন: তখন আমি মুচকি হাসলাম এবং কল্যাণের সুসংবাদ অনুভব করলাম। আমার স্ত্রী আমার এই হাসি দেখে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল!

আমি তাকে বললাম: আশা করি এটি কল্যাণকর কিছু হবে..

আমরা দুজনেই ছেলের কাছে ছুটলাম — কে আগে পৌঁছবে জানি না; আর তখনই দেখি জ্বর তার শরীর থেকে সরে যাচ্ছে এবং শিশুটি চোখ মেলছে। পরদিন সকালে — সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই — শিশুটি মহল্লার শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিল, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।) — এখানে শায়খের কথা শেষ।

শায়খ এই আশ্চর্য ঘটনাটি বর্ণনা করার পর সেই শিশুটি — যে এখন যুবক হয়ে উঠেছে, বয়স এখন প্রায় ১৭ বছর, যে পবিত্র কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেছে এবং শরঈ শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে — সে তার পিতার মসজিদে, হালাবের মসজিদুর রিদওয়ানে, বরকতময় রমযান মাসের শেষ দশকের কোনো এক রাতে মুসলিমদের উদ্দেশে একটি প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী নসীহত পেশ করে।

অষ্টাদশ ঘটনা: রাতের ঘটনাক্রম

১ **ডাক্তারের বক্তব্য**
রাতে জ্বর না নামলে আগামীকাল সে চলে যাবে

২ **সদকার কথা মনে পড়া**
রোগীদের সদকা দিয়ে চিকিৎসার হাদীস

৩ **ভাবনা**
এত রাতে কাকে সদকা দেবেন?

৪ **ক্ষুধার্ত বিড়ালের ডাক**
সজীব কলিজায় প্রতিদানের হাদীস মনে পড়া

৫ **ঘরে ঢুকে গোশত নেওয়া**
এক টুকরো গোশত বিড়ালকে খাওয়ানো

শায়খ আব্দুল হাদী বাদলার নিজের বর্ণনার ক্রম

দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ ঘটনার সূচি

ঘটনা ও সমস্যা	যা সদকা বা দান করা হয়েছে
দ্বাদশ: মানসিক রোগ	আত্মীয়ের সদকা: দরিদ্র সৎকর্মশীলকে
ত্রয়োদশ: কিডনি বিকল	দাত্রী দরিদ্র নারীকে টাকা দিয়ে দেওয়া
চতুর্দশ: আই সি ইউ-তে ভর্তি	উট যবাই; গোশত সদকা
পঞ্চদশ: নারীর যন্ত্রণা	বিক্রি করে মূল্য দরিদ্রদের দিতে হার দেওয়া
ষোড়শ: সংকটজনক অবস্থা	স্বামীর স্ত্রীর সমস্ত স্বর্ণ সদকা
সপ্তদশ: মাড়ির দাঁতের ব্যথা	হারাম শরীফের এক মেয়েকে সদকা
অষ্টাদশ: শিশুর কঠিন রোগ	ক্ষুধার্ত বিড়ালকে গোশত খাওয়ানো

প্রতিটি ঘটনা বর্ণনাকারীদের নিজস্ব ভাষ্য; এখানে শুধু সূচি দেওয়া হলো

সম্মানিত ভাইয়েরা, আমরা আপনাদের সামনে এই ঘটনা ও এর অনুরূপ অন্য ঘটনাগুলো এ জন্যই তুলে ধরেছি যে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইলাহি সৌন্দর্য এবং সদকার এক সুস্পষ্ট ও প্রোজ্জ্বল অর্থ — যে সদকার দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফলগুলোর একটি হলো বিপদ প্রতিহত করা।

নিশ্চয়ই এটি রব্বানী ভাণ্ডারগুলোর মধ্যে একটি ভাণ্ডার এবং মহা উপকারী এক চিকিৎসা। সুতরাং আপনারা তা গ্রহণ করুন এবং তা দিয়ে আপনাদের রোগীদের চিকিৎসা করুন।

এক নজরে

- ★ দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ ঘটনা বর্ণনাকারীদের নিজস্ব ভাষ্য
- ★ সদকা হয়েছে নানা রকমে: অর্থ, উট যবাই, হার, স্বর্ণ, গোশত
- ★ ঘটনায় স্মরণ করা হাদীস: রোগীদের সদকা দিয়ে চিকিৎসা; সজীব কলিজায় প্রতিদান
- ★ সংকলকদের কথা: সদকার দুনিয়ার বড় ফলগুলোর একটি বিপদ প্রতিহত করা
- ★ সংকলকদের আহ্বান: সদকা রব্বানী ভাণ্ডারগুলোর একটি; তা দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করুন

যাচাই করুন

1. চতুর্দশ ঘটনায় দানশীল ব্যক্তি কী যবাই করেছিলেন?

ক. একটি ছাগল
খ. একটি উট
গ. একটি গরু

2. পঞ্চদশ ঘটনায় নারী সদকার জন্য কী খুলে দিয়েছিলেন?

ক. গলার বহুমূল্য হার
খ. হাতের ঘড়ি
গ. মাথার বোরকা

3. ষোড়শ ঘটনায় স্বামী কী সদকা করলেন?

ক. নিজের গাড়ি
খ. ঘরের জমি
গ. স্ত্রীর মালিকানায় থাকা সমস্ত স্বর্ণ

4. সপ্তদশ ঘটনায় দাঈ নারী কোথায় ছিলেন?

ক. রিয়াদে
খ. হারাম শরীফে
গ. হালাবে

5. অষ্টাদশ ঘটনায় শায়খ বিড়ালকে কী খাওয়ালেন?

ক. দুধ
খ. এক টুকরো গোশত
গ. রুটি

6. ঘটনাগুলো তুলে ধরার কারণ হিসেবে সংকলকরা কী বলেছেন?

ক. কেবল গল্প বলার জন্য
খ. সদকার সুস্পষ্ট ও প্রোজ্জ্বল অর্থ দেখানোর জন্য
গ. ওষুধ ছেড়ে দিতে উৎসাহ দিতে

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-গ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

প্রধান সূত্র ও তথ্যপঞ্জি

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মারজি‘ ও উৎসসমূহ (مِن أهَمِّ المراجع والمصادر):

- আল-কুরআনুল কারীম (القرآن الكريم)।
- সহীহুল বুখারী (صحيح البخاري)।
- সহীহ মুসলিম (صحيح مسلم)।
- সুনানুত তিরমিযী (سُنن الترمذي).. (তাহকীক: ইমাম মুহাদ্দিস আলবানী — রহিমাহুল্লাহ)।
- সুনানু আবী দাউদ (سُنن أبي داود).. (তাহকীক: ইমাম মুহাদ্দিস আলবানী — রহিমাহুল্লাহ)।
- সহীহুল জামি‘ (صحيح الجامع), ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী — রহিমাহুল্লাহ।
- সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (صحيح الترغيب والترهيب), ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী — রহিমাহুল্লাহ।
- যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ (زاد المعاد في هدي خير العباد), ইমাম ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ — রহিমাহুল্লাহ।
- আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব মিনাল কালিমিত তাইয়িব (الوابل الصيِّب مِن الكَلِم الطَّيِّب), ইমাম ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়্যাহ — রহিমাহুল্লাহ।
- সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা (سِيَر أعلام النبلاء), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী — রহিমাহুল্লাহ।
- সদকার মাধ্যমে আরোগ্য লাভের ফযীলত সম্পর্কে প্রবন্ধ ও বাস্তব ঘটনাবলি (مقال وقصص واقعية في فضل الاستشفاء بالصدقة), সুলাইমান বিন আব্দুল কারীম আল-মুফাররিজ।
- মিন আজাইবিস সাদাকা (من عجائب الصدقة), খালিদ বিন সুলাইমান আর-রাব‘ঈ।

আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সমগ্র জগতের রব।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه

أجمعين وعلى تابعيهم وتابع التابعين وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى

يوم الدين ، وسلم تسليماً كثيراً .

আর আল্লাহ সালাত বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর, তাঁর সন্তান-সন্ততির উপর ও তাঁর সমস্ত সাহাবীর উপর, তাঁদের অনুসারী তাবিঈগণের উপর, তাবিঈদের অনুসারীদের উপর এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা উত্তমরূপে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর; আর তিনি তাঁদের উপর অজস্র সালাম বর্ষণ করুন।

অধ্যায় ৪ সমাপ্ত



আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464